W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 79 /WBHRC/SMC/2018

Dated: 27. 06. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Ananda Bazar Patrika,' a Bengali daily dated 27. 06.2018, the news item is captioned ' অন্তঃসত্ত্বার মৃত্যু, অভিযুক্ত হাসপাতাল'.

Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to enquire into the matter and to furnish a report by 10th August, 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

অন্তঃসত্ত্বার মৃত্যু, অভিযুক্ত হাসপাতাল

নিজস্ব সংবাদদাতা

কেঁদেই চলেছে বছর তেরোর কওসর। সোমবার ছিল তার জন্মদিন। তার অন্তঃসত্ত্বা মা রাতে অজ্ঞান হয়ে গেলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু মা যে আর ফিরবে না, সে কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি কওসর। মঙ্গলবার সকালে বাবাকে জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকা ওই কিশোরী কিছু বলার মতো অবস্থায় ছিল না।

পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার রাত সওয়া ৮টা নাগাদ বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের বাসিন্দা স্বপ্না হেলা (৩০) প্রসবযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে এক সময়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে লেডি ডাফরিন হাসপাতালে আসেন তাঁর স্বামী ঋষি হেলা-সহ পরিবারের লোকজন। কিন্তু অভিযোগ, কোনও চিকিৎসক তাঁকে দেখতে আসেননি। হাসপাতালের ভিতরেও নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে এক চিকিৎসক এসে স্বপ্নাকে দেখে জানিয়ে দেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। স্বপ্নার সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে তাঁর গর্ভস্থ সন্তানেরও।

তাঁদের আরও অভিযোগ, স্বপ্না মারা গেছেন জানিয়ে দেওয়ার পরে তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকে বাঁচানোরও চেষ্টা করা হয়নি হাসপাতালের তরফে। স্বপ্নার স্বামী ঋষি হেলার অভিযোগ, গত ৮-৯ জুন তাঁর স্ত্রীর প্রসবের তারিখ দিয়েছিলেন ওই হাসপাতালেরই চিকিৎসক। কিন্তু তখন স্বপ্নাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওই চিকিৎসক জানান, প্রসবের ঠিক সময় আরও ২০ দিন পরে। হাসপাতালে ভর্তি না নিয়ে তাঁর স্ত্রীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ঋষির।

এর পরে বাড়িতেই ছিলেন স্বপ্না। কিন্তু সোমবার সন্ধ্যা থেকেই তিনি অসুস্থ বোধ করতে শুরু করলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ, ভর্তি করাতে চাইলে বলা হয় হাসপাতালে কোনও শয্যা নেই। প্রথম থেকেই স্বপ্নাদেবীকে ওই হাসপাতালের চিকিৎসকেরাই দেখেছেন। সেই টিকিটও স্বপ্না পরিজনেরা দেখান। কিন্তু অভিযোগ, তাতেও হাসপাতাল ভর্তি নিতে রাজি হয়নি। এমনকি, হাসপাতাল থেকে কোনও চিকিৎসককেও দেখাতে দেওয়া হয়নি। অভিযোগ, হাসপাতালের গেট বন্ধ ছিল। স্বপ্নাকে ভিতরে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর পরিবারের। তাঁরা চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করলে এক চিকিৎসক এসে স্বপ্নাকে দেখেন এবং বুকে পাম্প করতে শুরু করেন। পরে তিনি জানান, মারা গিয়েছেন ওই বধূ। ঋষির বলেন, "আমরা তখনই বলি অন্তত অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে বাচ্চাকে বের করে দেখুন যদি সে বেঁচে থাকে। কিন্তু আমাদের কোনও কথাই শোনা হয়নি।"

এর পরেই স্বপ্নার পরিবারের লোকজন অভিযোগ তোলেন, চিকিৎসা না করে ফেলে রাখার জন্যই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হাজির হন স্বপ্নার পরিজন-সহ পড়শিরা। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাসপাতাল চত্বর। মুচিপাড়া থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছয় পরিস্থিতি সামাল দিতে। পৌঁছন স্থানীয় কাউন্সিলরও। পরে ঋষি মুচিপাড়া থানায় হাসপাতালের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে স্বপ্নার দেহ ময়না-তদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

এই অভিযোগ নিয়ে অবশ্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনও কথা বলবেন না বলে জানিয়েছেন। তাঁরা জানান, যা বলার, স্বাস্থ্য ভবন থেকে বলা হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, হাসপাতাল থেকে দেওয়া ডেথ সার্টিফিকেটে বলা হয়েছে, সেখানে পৌঁছনোর আগেই মৃত্যু হয়েছে স্বপ্নার।

■ স্বপ্না হেলা

মেট্রো রেল
বিভিন্ন কাঠামোর
প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে,
রোড, কলকাতা-৭০০০৭১ নিম্নলিখিত কাজের ই-
নাম: এসএসই/ডব্লু/নর্থ, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
যেমন শেড, সার্ভিস বিল্ডিং ইত্যাদি তৎসহ অন্যান্য বি
৮৪,০৫,৯৩১ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য : ৫,০
সম্পূর্ণ করার সময়সীমা : ১২ মাস। বন্ধের তারি
নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.
ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বি
অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহী
করে দেওয়া হবে। সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
দ্রুত • নিরাপদ •

প্রসূতি এবং গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যুতে তোলপাড় ডাফরিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: চোখের সামনে প্রসূতি ছটফট করতে থাকলেও, কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসাই করলেন না। তাঁর গাফিলতিতেই ওই প্রসূতি ও গর্ভস্থ সন্তানের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এমন অভিযোগকে কেন্দ্র করে সোমবার গভীর রাতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল বউবাজারের লেডি ডাফরিন হাসপাতালে। প্রসূতির নাম স্বপ্না হেলা। বয়স ৩০। বাড়ি বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই রাতে হুলস্থুল বেঁধে যায় ডাফরিনে। হইচই, চিৎকার, বিক্ষোভ, বচসা, ভাঙচুর— সবই হয়েছে। পরে এ বিষয়ে পুলিসে অভিযোগ করে বাড়ির লোক। তাঁরা 'দোষী' ডাক্তারের শাস্তির দাবি তুলেছে।

গাফিলতির অভিযোগ

অভিযোগপত্রে স্বপ্নাদেবীর বাড়ির লোকজন জানিয়েছেন, সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর থেকে ডাফরিনেই চিকিৎসা চলছিল স্বপ্নাদেবীর। এ বছর ১০ জানুয়ারি থেকে তাঁকে ডাফরিনে দেখানো হচ্ছিল। ডাক্তাররা ৬ জুন এখানে নিয়ে আসতে বলেন। আনা হলে বলা হয়, এখন সন্তান হবে না। ২০ দিন বাদে ২৫ জুন হাসপাতালে আনুন।

মৃতার স্বামীর অভিযোগ, ডাক্তারদের কথা মতো সোমবার রাতে হাসপাতালে আসার পর প্রায় ৩০-৪০ মিনিট তাঁর স্ত্রীকে কোনও ডাক্তারই দেখলেন না। বিনা চিকিৎসায় ছটফট করতে থাকল সে। পরে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হল। ততক্ষণে মারা গিয়েছিল গর্ভস্থ বাচ্চাটিও। ঘটনার পর ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতালে। প্রসূতির পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনরা বিশাল সংখ্যায় ভিড় জমান। উত্তেজিত বাড়ির লোকজন হাসপাতালে টব, কাচ, আসবাব ইত্যাদিতেও ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। তাঁদের সাফ কথা, চরম গাফিলতিতেই মৃত্যু হয়েছে প্রসূতি ও গর্ভস্থ বাচ্চার। যখন রোগিণীকে আনা হয়, তিনি জীবিত ছিলেন।

এদিকে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে লেডি ডাফরিন ও তার মূল হাসপাতাল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের স্বাস্থ্যকর্তারা কলকাতা পুলিসের পদস্থ অফিসারদের ফোন করেন। স্থানীয় মুচিপাড়া থানা থেকে বিশাল পুলিসবাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। রাতভর ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছিল এখানে। প্রসূতির মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক দেখা দেওয়ায় মৃতদেহের ময়নাতদন্তের সিদ্ধান্ত নেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার এ প্রসঙ্গে পুলিস জানিয়েছে, ডাফরিনে গোলমাল হয়েছিল। ঘটনাস্থলে ফোর্স যাওয়ার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

যদিও গোটা বিষয়টি নিয়ে লেডি ডাফরিনের প্রধান হাসপাতাল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ উচ্ছল ভদ্র বলেন, ওই প্রসূতি ভর্তি হলে তবে তো গাফিলতির প্রশ্ন উঠবে। তাঁর সাফাই, ওই প্রসূতিকে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিল। পরে বাড়ির লোকজন নাকি এমনও দেখে, মৃতার দেহে বাচ্চাটি নড়ে ওঠে। প্রাথমিকভাবে খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি, অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। পুলিস সহযোগিতা করায় হাসপাতালে বড় ভাঙচুর বা গণ্ডগোল হয়নি।